দৈনিক বাংলা

২৮/১১/৮০

চাঁদপুর থেকে ঢাকা কলেজ—

চাঁদপুর নয়। চাঁদপুর কলেজ। ঢাকা কলেজ নয়। ঢাকা কলেজের সামনের গত বৃহস্পতিবারের ঘটনা। ঢাকা কলেজ নিয়ে শুরু করব না। সে কথায় আসব পরে। শুধু বলতে পারি—যা আশংকা করেছি তাই ঘটেছে। আর ঢাকা কলেজেই নয়, দেশের অন্যত্রও ঘটেছে একই ধরনের ঘটনা। শুধু আঁচ করতে পারেননি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ কৃতিত্ব তারা বরাবরই দেখিয়েছেন।

কৃতিত্ব চাঁদপুর কলেজের এক শ্রেণীর ছাত্রেরও কম নয়। তাদের আজকের দাবীর সারবত্তা আছে আমি মনে করি। কিন্তু তাদের অতীত কার্যকলাপ নক্কারজনক। নিন্দনীয়, ঘৃণ্য। অথচ এর প্রতিবাদ তারা এর আগে কখনও করেন নি। তবে আমি সব ছাত্রকে দোষ দিতে চাই না। এক শ্রেণীর ছাত্রের কথাই উল্লেখ করতে চাই।

চাঁদপুর কলেজের ছাত্ররা সম্প্রতি ধর্মঘট করেছে। সভা করেছে। তাদের বিক্ষোভ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। চাঁদপুর কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষা চলছে। গত ২৬শে অক্টোবর চাঁদপুর কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চাঁদপুর কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দিয়েছে।

এই পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হয় গত ৯ই নবেম্বর থেকে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থগিত ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু হবে ২রা ডিসেম্বর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশ দিয়েছে—২রা ডিসেম্বর থেকে চাঁদপুর কলেজের ছাত্রদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হবে, আর ছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে হবে কুমিল্লা সরকারী মহিলা কলেজে। এর প্রতিবাদে ধর্মঘট হচ্ছে চাঁদপুর সরকারী কলেজে। ছাত্ররা চাচ্ছে এ সিদ্ধান্ত বাতিল হোক।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে 'লঘু পাপে গুরুদন্ড' বলে মনে হবে। মনে হবে পরীক্ষার মাঝখানে কেন্দ্র পাল্টাবার কি প্রয়োজন ছিল। একান্তই প্রয়োজন হলে আগামীবার পরীক্ষার কেন্দ্র পাল্টান যেত। আর এই মুহূর্তে চাঁদপুর থেকে ছাত্রীদের কুমিল্লায় গিয়ে বা ছাত্রদের চট্টগ্রাম গিয়ে পরীক্ষা দেয়া নিঃসন্দেহে কষ্টকর। অনেকের ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য। আবার ছাত্রদের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার কেন্দ্র করা হয়েছে। ফলে ছাত্রদের ভুগতে হবে। অভিভাবকরা অর্থ সংকটে পড়বে। স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষায় ফেলের সংখ্যা বাড়বে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় চান না যে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ফেল করুক। তারা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা চান। তাই কড়াকড়ি করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও আমি অনুরোধ জানাব অন্তত এবারের জন্য পরীক্ষার কেন্দ্র যেন বাতিল না হয়। পরীক্ষার মাঝখানে যেন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে টানা হেঁচড়া করা না হয়। আমি শুধু ঐ অর্থ কষ্টের দিকে অভিভাবকদের ভোগান্তির দিকেই কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টি দিতে বলব। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্ত অনেক পরিবারকেই আজকের বাজারে নিদারুণ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেবে।

আমি জানি অনেকটা বাধ্য হয়েই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। চাঁদপুর কলেজে ২৬শে অক্টোবরের ঘটনা একান্তভাবে কলংকজনক। সেদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুজন অধ্যাপক এসেছিলেন পরীক্ষা তদারক করতে। একজন নকলবাজ ছাত্র তাদের সকলের সামনে অপমান করে। তাদের গায়ে হাত দেয়। অত্যন্ত বিস্ময়ের হলেও সত্য যে চাঁদপুরের কোন মহলের তরফ থেকে সেদিন প্রতিবাদ উঠেনি। কোন ছাত্র সংগঠন হরতাল ডাকেনি। একটি নিন্দাপ্রস্তাব পাস করেনি। চাঁদপুরের কোন গণসংগঠন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়নি। দুজন অধ্যাপককে নীরবে নিভৃতে অমর্যাদাকর পরিস্থিতিতে চাঁদপুর ত্যাগ করতে হয়েছে। তার পরই নেয়া হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত।

আর আজ চাঁদপুরের ছাত্ররা ধর্মঘট ডাকছে। হৈ চৈ করছে। প্রস্তাব পাস করছে। এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কি বা হতে পারে। এর নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নেই। আমি চাঁদপুরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানাব—এই মুখ চেনা ছাত্রদের বিরুদ্ধে কিছু বলুন। এরা ক্ষমার অযোগ্য। এদের জন্য আজ চাঁদপুরের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী বিপর্যস্ত হচ্ছে। বিপর্যস্ত হচ্ছে অসংখ্য পরিবার। একের অপরাধে দন্ডিত হচ্ছে বহুজন।

এবং এই প্রেক্ষিতেই আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে করজোড়ে আবেদন জানাব আপনাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন। চাঁদপুরের ছাত্রছাত্রীদের তাদের কেন্দ্রেই এবার অন্তত পরীক্ষা দিতে দেয়া হোক। এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক। এ প্রসঙ্গে শুধু আমি একটি কথাই বলব যে চাঁদপুরের ঘটনার আমি তীব্র নিন্দা করি। তবু আমার প্রশ্ন—পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে সমস্যার সমাধান করা যাবে কি? কুমিল্লা বা চট্টগ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দুর্নীতিবাজরা চোখ রাঙাবে না তারও বা গ্যারান্টি কি। এই প্রবণতা প্রতিরোধ করার সামগ্রিক প্রস্তুতি আমাদের আছে কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা শিক্ষিত এবং বিজ্ঞ। আমি আশা করবো এ প্রশ্নটি তারা ভেবে দেখবেন।

বিআরটিসি : ঢাকা কলেজ

আমি কতকগুলি প্রশ্ন বিআরটিসি কর্তৃপক্ষকেও ভেবে দেখতে বলবো। আমি জানতে চাই আপনারা সত্যি সত্যি কি চান। আমি গত বৃহস্পতিবারের ঘটনার জন্য ঢাকা কলেজের ছাত্রদের বা পুলিশের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না। পুলিশের বিরুদ্ধে বহু বার লিখেছি। লিখেছি ছাত্রদের বাস হামলার বিরুদ্ধে। বার বার অনুরোধ জানিয়েছি—আপনারা বাসে হামলা করবেন না। আপনারা বাসে হামলা চালালে সাধারণ যাত্রীরা বিপন্ন হয়। কলেজ ক্যাম্পাসে বাস নিয়ে গেলে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অনেকের জীবনও এতে সংকটাপন্ন হয়। ছাত্রদের প্রতি এ ধরনের আবেদন জানাতে জানাতে আমাদের কলম ভোঁতা হয়ে গেছে। আমি তর্কের খাতিরে এসব ব্যাপারেই ছাত্র আর পুলিশদের দোষী সাব্যস্ত করতে রাজী আছি। তবে এ সাথে আমি জানতে চাই এ ধরনের ঘটনা ঘটে কেন? এ ঘটনার উৎস কোথায়? ছাত্ররা উত্তেজিত হয় কেন? আর পুলিশদেরও বা লাঠি ধরতে হয় কেন?

বৃহস্পতিবারের ঘটনা আমি জানি। সেদিন ঢাকার দু-একটি সংবাদপত্রে বিআরটিসির একটি বিজ্ঞপ্তি দেখেছিলাম। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, বিআরটিসির বাসে ছাত্র কনসেশন দেয়া হবে না। কেন দেয়া হবে না? সে কথা বলে দেয়া হয়নি। সব কাগজে খবরটি প্রকাশিতও হয়নি। অথচ সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়েছে সেদিন থেকে। এতে স্বাভাবিকভাবেই গোলযোগ হওয়ার কথা। কারণ সব ছাত্রের পক্ষে খবরটি জানা সম্ভব নয়। আর সত্য ভাষণের জন্য সব সময় কন্ডাক্টরদের ওপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এই ছাত্র কনসেশন নিয়ে ছাত্র কন্ডাক্টর বচসা হয়েছে। বাস আটক হয়েছে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে ঢাকা কলেজের সামনে। গ্রেফতার হয়েছে। গোলযোগ হয়েছে কুমিল্লায়ও। কিন্তু এজন্য দায়ী কে? দায়ী কি ছাত্র আর পুলিশ?

বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ কেন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আমরা জানতে চাইবো না। শুধু জানতে চাই এই খবরটি আগে প্রকাশ করা হলো না কেন? এজন্য কি কদিন সময় নেয়া যেতো না? ২৬ তারিখে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কি ১লা ডিসেম্বর থেকে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা যেতো না? এ সিদ্ধান্ত কি প্রতিটি বিআরটিসি বাসে লিখে দেয়া যেতো না? কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত এভাবে কার্যকরী করার চেষ্টা করা হলো? আর বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় জানেন যে বাসে ছাত্র কনসেশন নিয়ে দীর্ঘ দিন থেকেই ঝামেলা হচ্ছে। অনেক হৈ-চৈ হয়েছে। অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। এত জেনেশুনেও তারা কেন সতর্ক হলেন না। কেউ কেউ বলছেন বিআরটিসি বাসে কোন দিন কনসেশন ছিল না। ছাত্ররা জোর করে কনসেশন নিতো। এই বেআইনী কাজ বন্ধ করা হয়েছে মাত্র। আমার কথা হলো, বেআইনী হলেও দীর্ঘদিন এটা চালু ছিল। এটা বন্ধ করাতে একটু সময় কি নেয়া যেতো না?

আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নতুন করে প্রশ্নটি ভেবে দেখতে বলবো। আমার আবেদন হচ্ছে এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করা হোক। এভাবে কিছুতেই যানবাহন চলতে পারে না। চলা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত একটি কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। সকলেই জানেন যে বিআরটিসির বাস এখন ঠিকায় কাজ করে। বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ এখন টাকার বিনিময়ে ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরদের হাতে বাসগুলি ছেড়ে দিয়েছেন। ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর যত খুশি যাত্রী নিতে পারে। যেখানে খুশি থামাতে পারে। যেমন খুশি ভাড়া নিতে পারে। শুধু দিনের শেষে বিআরটিসির নির্ধারিত টাকা গুণে দিতে পারলেই হয়। বিআরটিসির আর কোন দায়িত্ব নেই। এই ঠিকাদারী ব্যবসার কল্যাণেই ছাত্র কনসেশন বাতিল হচ্ছে। এ-কথা বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করতে পারবেন কি? কারণ চালু বাস তো বিআরটিসির নয়। বাস তো কন্ডাক্টর এবং ড্রাইভার নামক ঠিকাদারদের। তারা কাউকে কনসেশন দেবে কেন? কনসেশন দিতে হলে বিআরটিসিকেই দায়িত্ব নিতে হবে। সত্যি নয় কি? আর এ ব্যবস্থায় তা সম্ভব কি?

অনেক দুঃখে বলতে হয় যে বিআরটিসি বাসে উঠলে মাঝে মাঝে হাসি পায়। এই বাসগুলিতে বড় বড় করে লেখা আছে এই বাসের দাম নাকি সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। বাসের মালিক নাকি আমরা জনসাধারণ। আর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নাকি আমাদের। কিন্তু কাজের বেলায় ঠিকাদারী। আজ এই অব্যবস্থার জন্য বাস পুড়ছে। এই অপ্রিয় সত্যটি কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। অন্যথায় নয়।

—অনিকেত